দৈনিক ইনকিলাব

30

তারিখ 04 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সবার জন্য শিক্ষার অঙ্গীকার

দেশে এখন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। গণসচেতনতা তৈরী, সর্বমহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য এ ধরনের সপ্তাহ পালনের গুরুত্ব আছে। বিশেষ পক্ষ-সপ্তাহ, দিন ইত্যাদি পালনের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা, সভা-সেমিনার, সেম্পোজিয়াম-এর মারফত বিষয়টির গুরুত্ব অনুভূত হয়, পথের নানা জলিটতা, প্রতিবন্ধকতা সুস্পষ্ট হয় এবং তার আলোকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের পথও সুগম। শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষেও বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে এবং হবে। বৃদ্ধি পাবে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা। ফলে শিক্ষা সম্প্রসারণ, এর মান উন্নয়ন এবং এ পথের প্রতিকূলতা অতিক্রমের উপায়ও বেরিয়ে আসবে—এটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি লাভে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকার এ সম্পর্কে উদাসীন—একথাও বলা যাবে না, আমাদের বুদ্দিজীবী মহল এ নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে আসছেন নিয়মিত। শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দও রাখা হয়ে আসছে। উদ্যোগ-আয়োজনেরও যেন কমতি দেখা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই, এর ফল যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, শিক্ষা নীতি অনির্ধারিত, শিক্ষার মান সর্বনিম্নে, উচ্চ শিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত, লাখ লাখ নাগরিক শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত, শিক্ষা সম্পৃক্ত বিভাগসমূহে অব্যবস্থা, দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনসমূহে অস্ত্রে ঝনৎকার, অশুভ রাজনীতির রাহু গ্রাস। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর পেছনে আন্তরিকতার অভাব আছে, উচ্চারিত অঙ্গীকারে সততার কমতি আছে। শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কথা পূর্ববর্তী সরকারসমূহও বলে গেছেন। বর্তমান সরকারও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীও বার বার উচ্চারণ করেছেন। এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হোক তা আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করি। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অবশ্যই শিক্ষা সংকোচনের যে সকল কারণ বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। জানা গেছে, বর্তমানে ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা প্রদানের ব্যাপারটি এখনও ঝুলে আছে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি ও মঞ্জুরি প্রদান, মঞ্জুরি নবায়নের ব্যাপারেও বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। দেশের ২০ হাজারের মত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প—সে সকল প্রতিষ্ঠানও অনুদানের অভাবে বিলুপ্ত হওয়ার দ্বার প্রান্তে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সীমাহীন অব্যবস্থা, দুর্নীতি, সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদি বিদ্যমান তা দূর করতে না পারলে অভীষ্ট লক্ষ্যে কোন দিন যে পৌঁছা সম্ভব হবে তা নিশ্চিত করে বলা সত্যই অসম্ভব।

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন বলেছেন, একটি সুন্দর সমাজ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে শিক্ষা অতি জরুরী। শিক্ষা মানুষকে গুণী বানায় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় এবং একটা শিক্ষিত সমাজ সভ্যতার পতাকা বহন করে। কথাগুলো অত্যন্ত খাঁটি কিন্তু নতুন নয়। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হেরা গুহায় বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবমণ্ডলীর জন্য যে বাণী অবতীর্ণ হল তার প্রথম শব্দটিই হল 'ইকরা'—অর্থাৎ পড়—জ্ঞানার্জন কর, বিশ্ব নবী (সঃ) প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষা ফরয বলে ঘোষণা করলেন অথচ এই জাতিই আজ শিক্ষা ও জ্ঞানে সব জাতির পেছনে। তাই বাণী সুন্দর হলেই কেবল হবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে। অনুরূপ সপ্তাহ পালনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না। এর জন্য চাই কাজ। সবার সম্মিলিত উদ্যোগ, দৃঢ় প্রত্যয়, বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। কথা আর কাজের বৈপরিত্য দূর করে, অশুভ রাজনীতির বেড়াজাল মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপরই নির্ভর করছে সাফল্য।